মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৫
জুন, ২০০৮

আসা যাওয়া ... চলতে থাকে এই আসা-যাওয়া নাটকের লীলা লহরী। পেলেই চুপচাপ সুবোধ বালকা।

বিশ্ব প্রকৃতির নিমন্ত্রণে আমরা উপস্থিত। তার রূপলাবণ্যের ও সৌন্দর্যের আপ্যায়নে আপ্যায়িত হই। তার রসের রসিক হয়ে অবতরণ থেকে আরোহনের পর্বে পর্বে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভগবৎ প্রেমে অজান্তেও অভিষিক্ত হই। সকলের মত তার প্রেমের ভাগিদার হই।

প্রেমিকাদের বৈচিত্র্যের চিত্রায়নে দেখা যায় নানা ভাব ও ভঙ্গিমা। ভিন্ন ভিন্ন প্রেমিকার বিভিন্ন নুপুর নিক্বনে ঝংকৃত হয় বিশ্ব চরাচর। ছন্দ লয়ে জগৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে অনুভব করে ভগবৎ প্রেম ধারা। বৈচিত্র্যের মধ্যে মহামিলনের সুমধুর লয় ও তান জেগে ওঠে।

ভগবৎ প্রেম দূরে নয়, কাছেই আছে। অন্তরের সদর দরজা পেরিয়ে ভেতর দুয়ারে হাজির আছে। আমাদের হৃদয়ের কপাট খোলার জন্য সব সময় অনুরণিত হচ্ছে। শুধু কান পেতে তা শোনার অপেক্ষা।

ভগবান আমাদের প্রেম গ্রহণ করেন ও আত্মার স্পর্শে আমাদের আত্মস্থ করেন। তিনি প্রেমের তারা দেন, সারা দেন, দিব্যতা দেন। ভগবান প্রেমের ঠাকুর তাই তাকে শরীরের মাধ্যমে আসতে হয়।

জ্ঞান যোগ, ভক্তি তন্ত্রের মাধ্যমেও তার কাছে অনেকে যাই। তখন তার কাছ থেকে যত কিছুই পাই না কেন সেখানেও তার প্রেম ফল্গুনদীর মত অন্ত সলিলা। ভেতরে প্রবহমান। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। গৃহী সন্ন্যাসীরা গৃহে থেকেই তার প্রেম আস্বাদন করেন।

ভগবানের যে রূপ পেয়েছি তাকে অন্তরের অলকাপুরীতে বসিয়ে একাগ্রে নিভৃতে তার চোখে চোখ রেখে চমক চকিতে নিজের মধ্যে তাকে ফুটে উঠতে দেখি। নিজেকে খুঁজে পাই। মন প্রাণ খুলে বলতে পারি এই আমি তোমার হলাম। আমি নই—তুমি, সবকিছুই তুমি। তোমাতে আমাতে আর ভিন্ন কিছু রইল না। তুমি কেবল তুমি। তোমাতে আমি পূর্ণ তুমি সতত পরিপূর্ণ।

নিরাকার থেকে সাকারে শ্রী নিকেতন থেকে তুমি আনন্দ নিকেতনে। এই হৃদিলোক প্রেমিকের মধু বৃন্দাবন। প্রেম যমুনা আজও উজান বয়। ফুলে ফুলে, পাখীর মিষ্টি গানে প্রেমের আকুতি উথলে পড়ছে। প্রেমিকার দিব্য প্রেমে পিউ পাখি মানে "প্রাণ পাখি" গায় পিউ কাহা পিউ কাহা। যার প্রেম এত ভাল, চোখে আনন্দ অশ্রুর ধারা বইয়ে দেয়, না জানি সে কেমন, চল মন নিজ নিকেতন। এই আকিঞ্চন, তাকে যদি হৃদে পাই আর কিছু নাহি চাই। হৃদিপদ্মে দেখিব সারাক্ষণ।

আমেরিকায় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়

পবিত্রকুমার ঘোষ

আমেরিকার সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণে ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সে দেশে গিয়েছিলেন গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হল, অস্টিনে অবস্থিত টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়, ডালাসে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস এবং টেক্সাস উইমেন্স ইউনিভার্সিটি; আর্লিংটনে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস এবং টার্লেটন স্টেট ইউনিভার্সিটি; নক্সভিলে অবস্থিত স্টেট ইউনিভার্সিটি অব টেনেসি এবং ইউনিভার্সিটি অব কানসাস, লরেন্স।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার কর্মসূচি বিস্তৃত হয়েছিল ৭ এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত। এই ১৬ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানসূচির প্রতিদিন দুইটি করে বক্তৃতা দিতে হয়। প্রতিটি বক্তৃতার সময় ছিল দুই ঘন্টা। প্রতি বক্তৃতার পর দীর্ঘ সময় ধরে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা হয়। সব বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিপ্রাহরিক ভোজ ও নৈশ ভোজের আয়োজন করে। প্রত্যেক ভোজসভায় অধ্যাপকবৃন্দ বহু সংখ্যায় উপস্থিত থাকতেন। ওই ভোজসভাগুলিতেও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা ও মতবিনিময় হয়েছে।

শুধু মাঝের রবিবারগুলি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্রাম পেয়েছেন। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার দিনও ছিল রবিবার।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় দমদমের নেতাজি সুভাষ বিমানবন্দর থেকে ৫ এপ্রিল বিকালে রওনা হয়ে ৬ এপ্রিল সকালে শিকাগো বিমানবন্দরে পৌঁছান। সেখান থেকে তিনি অন্য বিমানে সেদিনই অস্টিনে যান। সেখানকার বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান ডঃ রোনাল্ড অ্যাকুয়া। ইনি বিখ্যাত অধ্যাপক এবং টেক্সাস ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কনসোর্টিয়ামের (টি আই ই সি) প্রেসিডেন্ট। তিনি ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের বাড়ি নিয়ে যান।

সেদিন ছিল রবিবার। ডঃ অ্যাকুয়া বিকালে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের গাড়িতে টেক্সাস শহরটি ঘুরে ঘুরে দেখান। এই শহরেই প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের বাড়ি। ডঃ অ্যাকুয়া ইহুদি, তাঁর স্ত্রী ক্রিশ্চান। তাঁরা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে

যান। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থামতো সেরা হোটেলে তাঁকে যেতে না দিয়ে তাঁরা নিজেদের কাছে রেখে বার বার দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ করে নেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের টেক্সাস অবস্থানকালে তাঁর প্রতিটি কর্মসূচিতে ডঃ অ্যাকুয়া সঙ্গী ছিলেন।

৭ এপ্রিল সোমবার। সকাল ১০-৩০ টায় টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বক্তৃতা হয়। ওই বক্তৃতাকালে কো-অর্ডিনেটর ছিলেন ডঃ র‍্যাসেল বুংগার্ডেনার। সভায় এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বহু সংখ্যক ছাত্র উপস্থিত ছিল। বহু অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন। বিশাল হল ঘর ভরে গিয়েছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল ঃ Indian Emergence in Business.

বক্তৃতা শেষ হলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভোস্ট টেরিগিভেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি লাউঞ্জে লাঞ্চ দেন। সেখানে বিশিষ্ট অধ্যাপকদের সামনে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বক্তৃতা দিতে হয়। আবার দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে।

বিকাল ৩টায় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে যাওয়া হয় IC Square Institute-এ। এটি আমেরিকার সিলিকন ভ্যালির মতো একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। এখানে ইনফর্মেশন টেকনোলজির মৌল গবেষণা হয়। এই কেন্দ্রে আমন্ত্রিত ব্যক্তি ছাড়া বাইরের কারও প্রবেশ নিষেধ। এখানকার ডীন অব বিজনেসের সঙ্গে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্লোবাল কমার্সিয়ালাইজেসন নিয়ে আলোচনা হয়। গ্রুপ কো-অর্ডিনেটর ডঃ ডোনা ইউলফক্সের সঙ্গেও আলোচনা হয়। তারপর ওই IC Square Institute-এর বৈজ্ঞানিকদের সভায় Scientific Relevance of spiritual method শীর্ষক বিষয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। কো-অর্ডিনেটর ছিলেন ডেব্রা জোনেজইক (Dzwonezyk)। বক্তৃতার পর বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

৮ এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল ১০টায় ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস সিস্টেমস-এর ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক গেরি এইচ মলন্ড্রার সঙ্গে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা হয় স্ট্র্যাটেজিক মিত্রতা বিষয়ে। টেক্সাস ইউনিভার্সিটি সিস্টেমস বলতে বোঝায়, টেক্সাস রাজ্যের মোট ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টিকে পরিচালনা করার জন্য ঐক্য বিধায়ক ব্যবস্থা। ওইখানে Role of spirituality in managing Business Enterprises বিষয়ে অধ্যাপকদের সঙ্গে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ মত বিনিময় হয়।

তারপর সেদিনের বিশেষ লাঞ্চের সময় Texas International English Programme-এর ডিরেক্টর ডঃ টেরি সাইমন এবং Texas International Education Consortium-এর Corporate Affairs-এর ডিরেক্টর শ্রীযুক্তা মার্থা উইদার্স-এর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আস্টিন কমিউনিটি কলেজ পরিদর্শন করে Vedanta for Management বিষয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

বিকাল ৪-৩০ টায় International Programme-এর ডিরেক্টর ডঃ ফ্র্যাঙ্ক ফ্ল্যানটো এবং Business Studies-এর ডীন অধ্যাপক চার্লস কুইন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়।

এপ্রিল ৯, বুধবার।

ভোরে অস্টিন থেকে ডালাসে বিমানে যাওয়া।

সকাল ১০টায় ডালাসের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট-এর এম বি এ প্রোগ্রামের ডিরেক্টর জ্যোতি মল্লিকের সঙ্গে ১১-৩০ থেকে ১২-৩০ পর্যন্ত আলোচনা হয়। তারপর Centre of Global Business-এর অ্যাসোসিয়েট ডীন ডঃ ডেভিড স্প্রিংগেট, ডিরেক্টর অধ্যাপক জন ফাউলার এবং অন্যান্য ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সঙ্গে লাঞ্চ হয়। সেখানে আলোচনার বিষয় ছিল, Consumerism in India.

দুপুর ১টা থেকে ২-৩০ মিনিট পর্যন্ত MBA ছাত্রদের এবং এম বি এ ফ্যাকাল্টি সদস্যদের সভায় Understanding the mind of Indian Consumers বিষয়ে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা দেন।

বিকাল ৩টায় ডালাসে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস-এর Behavioural Secienceডিপার্টমেন্টের Teaching & Research Faculty-র সদস্যদের সঙ্গে বিশেষ আলোচনার সেশন হয়।

আলোচনার বিষয় ছিল ঃ The Mother Leadership. এই নামে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আগে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। বইটি আন্তর্জাতিক বিদ্বৎ মহলে সমাদৃত।

এই আলোচনা সভায় কো-অর্ডিনেটরের কাজ করেছিলেন ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস-এর School of management-এর Behavioural Science অধ্যাপক ডঃ লাউরি জিগলার।

১০ এপ্রিল। বৃহস্পতিবার।

সকাল ৮টা ২০ মিঃ টেক্সাস উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতে ডঃ ব্যানার্জি গিয়েছিলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর (মার্কেটিং) ডঃ পুষ্কলা রামন। ৮-৩০ মিঃ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ রিচার্ড নিকোলাস-এর সঙ্গে আলোচনা হয়। ৮-৪৪ মিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের ডীন ডঃ অ্যান স্টেশন আলোচনায় যোগ দেন, কফির আসর বসে।

সকাল ৯-৩০ টায় এম বি এ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত সভায় বক্তৃতা। বিষয় ঃ Understanding the Mind of Indian consumer.

১১টা থেকে ১২টা স্কুল অব ম্যানেজমেন্টের ফ্যাকালটিদের সঙ্গে আলোচনা ও লাঞ্চ।

১১ এপ্রিল, শুক্রবার।

সকাল ৯টা — ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের প্রোভোস্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ ব্র্যাড চিলটন-এর সঙ্গে আলোচনা। কফি পান। সকাল ১০টা থেকে ১১-৪৫ মিঃ এম বি এ ছাত্রমণ্ডলী ও পি এইচ ডি ছাত্রছাত্রীদের সমবেত সভায় 'Understanding the Mind of Indian Consumer বিষয়ে বক্তৃতা। সভার কো-অর্ডিনেটর ছিলেন মার্কেটিং ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক ডঃ কেগান।

দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ডঃ ক্যাবে, ফ্যাকাল্টি সদস্যগণ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে লাঞ্চ।

দুপুর ১-৩০ টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের সঙ্গে বৈঠক।

বিকাল ৫টায় ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থের ক্যাম্পাস ত্যাগ।

১২ এপ্রিল। শনিবার।

ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থে বিশ্রাম। ওই স্থানে অবস্থিত হিন্দু টেম্পল কমপ্লেক্স পরিদর্শন।

১৩ এপ্রিল। রবিবার।

সকাল ৮টায় ডালাস থেকে বিদায়। টোনেসি বিমানবন্দর থেকে নক্সভিলে পৌঁছনো। ১১টা ২০ মিঃ ইউনিভার্সিটি অব টেনেসি-এর অধ্যাপক ব্রুস কে বেন কর্তৃক বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা। সন্ধ্যায় ধোঁয়া উদগীরণকারী পর্বত (দ্য বীয়ার্স অ্যান্ড স্নোফলস) পরিদর্শন।

১৪ এপ্রিল, সোমবার।

সকাল ৭-৩০ টা। ইউনিভার্সিটি অব টেনেসি-র অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডোনাল্ড মাফির সঙ্গে প্রাতঃরাশ ও আলোচনা। সকাল ৯টা থেকে ১১টা অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স বিভাগে Corporate Social Responsibility : The Indian Way বিষয়ে বক্তৃতা। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন এম বি এ ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও Masters of Finance, পি এইচ ডি গবেষক এবং বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের ফ্যাকাল্টিবৃন্দ।

সকাল ১১-৩০ মিঃ থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং বিভাগের পি এচি ডি গবেষকদের সঙ্গে লাঞ্চ ও আলোচনা। "Vedanta for management" বিষয়ে বক্তৃতা।

দুপুর ৩-৩০ মিঃ থেকে ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগে ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে স্ন্যাক্স ও কফি বৈঠকে আলোচনা। বিষয় ঃ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, বিশেষত ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে তার প্রাসঙ্গিকতা।

১৫ এপ্রিল, মঙ্গলবার।

অধ্যাপক ব্রুস কে বেন-এর সঙ্গে প্রাতঃরাশ ও আলোচনা।

সকাল ১০-৩০ মিঃ থেকে দুপুর ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত এম বি এ ছাত্রবৃন্দ, পি এইচ ডি গবেষকবৃন্দ এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সভায় Vedantic Principles of management and its relevance to Modern Business বিষয়ে বক্তৃতা।

তারপর অধ্যাপক ব্রুস কে বেন-এর সঙ্গে লাঞ্চ।

লাঞ্চের পর অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের ফ্যাকাল্টি বৃন্দের সঙ্গে পরিচয় ও আলোচনা।

১৬ এপ্রিল, বুধবার।

সকালে শিকাগো হয়ে কানসাস-এর উদ্দেশে বিমান যাত্রা। বিমান বন্দরে স্বাগত জানালেন ইউনিভার্সিটি অব কানসাস-এর অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়াং সেন্টারের ডিরেক্টর অধ্যাপক আর পি শ্রীবাস্তব। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটি ক্যাম্পাসে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং বিভাগের ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে আলোচনা।

১৭ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার।

ব্রিটেনের Ethics and Transparancy Institute-এর ডিরেক্টর অধ্যাপক ডগলাস মে-র সঙ্গে প্রাতঃরাশ বৈঠকে আলোচনা।

সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১-৪৫ মিঃ পর্যন্ত "CSR : The Indian way" বিষয়ে বক্তৃতা। তারপর পি এইচ ডি গবেষকদের সঙ্গে লাঞ্চ-বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা।

প্রথম ক্যাটেগরি—CSR সম্পর্কে গবেষণারত দুইজন পি এইচ ডি গবেষককে গাইড করা।

দ্বিতীয় ক্যাটেগরি — Capital Market-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রে পি এইচ ডি গবেষকদের গাইড করা।

রাতে বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক আয়োজিত নৈশভোজের বৈঠকে ফ্যাকাল্টি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা।

১৮ এপ্রিল, শুক্রবার।

সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সভায় "The Indian Emergence and Indian Traditions : Relevance for Global Business" বিষয়ে বক্তৃতা।

১১টা ৪৫ মিঃ থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সেমিনারসমূহের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা।

দুপুর ১২-২০ মিঃ — দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা। সব আলোচনার বৈশিষ্ট্য ঃ

ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় যতগুলি বক্তৃতা দিয়েছেন ও আলোচনা করেছেন সবগুলিই তিনি আরম্ভ করেছিলেন ভারতীয় রীতিতে নমস্কার জানিয়ে। এবং

পাশ্চাত্য পদ্ধতির পক্ষে ভারতীয় পদ্ধতিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করে। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ঃ

"ভারতে আমরা প্রতি ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বর আছেন এ কথা বিশ্বাস করি। তাই হাত জোড় করে নমস্কারের মাধ্যমে আমরা সেই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এর একটি জৈব পবিত্রতা আছে। তাছাড়া, করমর্দন করলে একজন থেকে আর একজনের মধ্যে যে বীজাণু সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে তা এতে তিরোহিত হয়।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সব বক্তৃতা শুরু করতেন এই উপনিষদীয় শ্লোক আবৃত্তি করে ঃ

সর্বে ভবন্তু সুখিনো
সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ।।

এই শ্লোকের মর্মার্থ তিনি শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, ভারতীয় সভ্যতার সার মর্ম এই বাণীতে বিধৃত আছে। এই অনন্য বাণীটিতে দিব্যের চিন্তা ও অনুভবকেন্দ্রিক জীবনযাপনের কথা আছে।

"সর্বং খলু ইদম্ ব্রহ্ম"—যা কিছু আমরা দেখি সবই দিব্যের প্রতিমূর্তি। সেজন্য মানব অস্তিত্ব এবং মানবজীবনকে ভারত মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে। যেসব বৈশিষ্ট্য ও জাগতিক উৎস থেকে আমরা অপরিহার্য ঋণ গ্রহণ করে থাকি সেসবের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই ঋণগুলি হল ঃ দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, নৃঋণ এবং ভূতঋণ। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি ঋণের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতেন।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানত Business Management সম্পর্কে বক্তৃতা করতে আহূত হয়েছিলেন। তিনি সেইমতো বক্তৃতা করেন। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের এই বৈষয়কি তত্ত্ব তিনি ভারতের মর্মবাণীর ওপর ভিত্তি করে উপস্থিত করেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপকবৃন্দ ও উচ্চস্তরের বুদ্ধিজীবিরা তাঁর প্রতিটি বক্তৃতা আগ্রহভরে শোনেন ও মুগ্ধ হন। তাঁরা তাঁকে আরও বেশিভাবে নিজেদের মধ্যে পেতে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদন ঃ

সাধন অধিকার অর্জন

ডঃ রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচিত 'সাধন রহস্য ৫৪তম পর্বের অত্রিবিদ্য-৩১তম পর্ব প্রসঙ্গে' একটি প্রতিবেদন।

ঋষি বলেছেন, তৃষ্ণা চাই। যিনি তৃষ্ণার্ত তাঁর জন্য আছে তৃষ্ণার বারি। তৃষ্ণা জাগলে তবে তো ওই বারির ওপর অধিকার জন্মাবে। ভগবানের জন্য যার ভাগবতী তৃষ্ণা আছে তাঁর জন্য রাখাই আছে ভাগবতী সুধা। এই ভাগবতী সুধাই সম্পৃক্ত করবে আমাদের।

তাই ঋষি বলছেন, আমরা তোমাকে জাগ্রত রাখতে চাই। হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের অন্তরে বড় হয়ে ওঠো। আমরা তোমার স্পর্শ ধন্য হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। ঋষি বলছেন, আমরা যে তোমাকে চাই তার জন্য আমাদেরও কিছু প্রস্তুতি আছে। আমরা তোমাকে চাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়-চেতা। আমরা যোদ্ধার মত তোমাকে জিতে নিতে চাই। আমরা তোমাতে যুক্ত হবার জন্য যোদ্ধা। আমরা সেই যোদ্ধা, যে যোদ্ধা এই পৃথিবী বুকে থেকেও শাশ্বতকে জয় করতে পারে। ঋষি বলছেন, হে শাশ্বত, আমরা এই পৃথিবীর মধ্যে বাস করেই তোমার গুণ-কীর্তন করব। আমরা তোমার গুণ-গান করব আর তোমাকে উপলব্ধি করে ধন্য হব। আর তুমি রাজা হয়ে আমাদের পরিচালনা করবে। তুমি আমাদের অন্তরের তৃষ্ণাটিকে তোমার অনন্ত কৃপায় নিবারণ করবে। সেই কাজটি করার জন্য হে ভগবান তুমি এমন ভাগবতী বাসনার আবহ আমাদের মধ্যে গড়ে দাও যে পরিবেশে আমরা তোমার স্বরূপই যেন আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্বে অনুভব করতে পারি।